জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ. মুর্শিদাবাদ

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৮শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৭ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৬৮ ইংরাজী 2nd Aug. 1961 { ১২শ সংখ্যা।

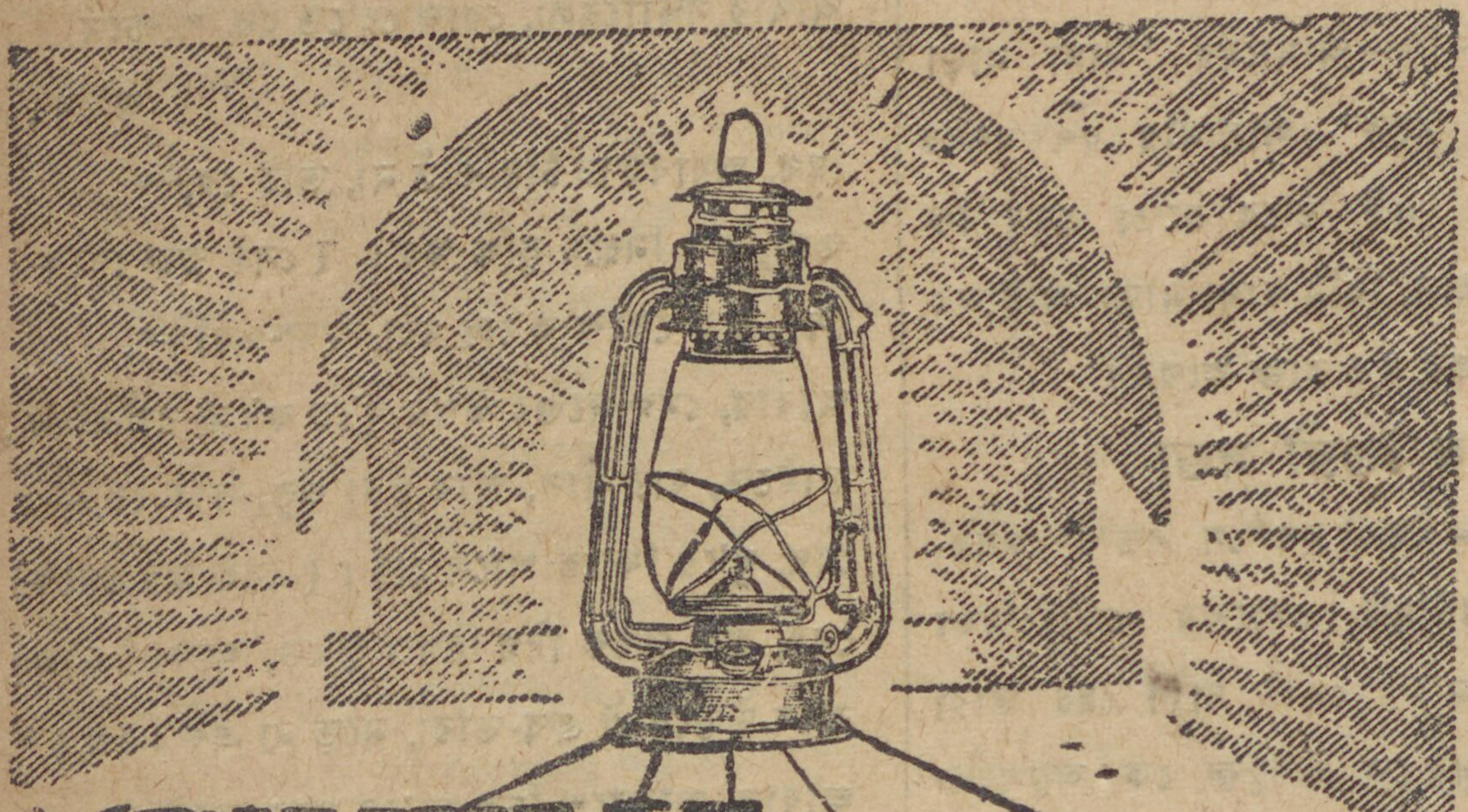

সম্বল ঘরের তরে ...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Seava()

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও জমবে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

রন্ধনে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিপুলতা আনবে।

প্রস্তুতকারক:

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA O. M. 16.88

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

কবিরাজ শ্রীরোহিনীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ওয়েষ্ট বেঙ্গল বুক-বাইণ্ডিং হল

এখানে সকল প্রকার বই ও খাতা সুলভে বাঁধান হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীজি, সি, ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৬৮ সাল।

মাথা নাড়া আইনের হুঁ ধারা মতে

দেশের অনেকেই জানেন যে নরহত্যা, ডাকাতি প্রভৃতি সাংঘাতিক অপরাধ সমূহের বিচার দায়রা জজ সাহেবের আদালতে কতকগুলি সাধারণ জ্ঞান-সম্পন্ন জুরীর সাহায্যে হইয়া থাকে। এই জুরী বাবুরা নির্ব্বাচিত হন দেশের মধ্যে যাঁহারা মাতব্বর লোক, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে। জুরী নির্ব্বাচনের ভার সরকার প্রত্যেক মহকুমার ভারপ্রাপ্ত অফিসারদের নির্দ্দেশ দিতেন তাঁহার এলাকার মনোনীত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা অমুক তারিখের মধ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবে। মহকুমা হাকিম আবার তাঁহার এলাকার থানা অফিসারের নামে পরোয়ানা দিতেন যাহাতে নামগুলি তাঁহার (মহকুমা হাকিমের) হস্তগত হয় তেমনি দিন নির্দ্ধারিত করিয়া দিতেন। থানার দারোগা বাবু আজ দিই, কাল দিই ক'রে চৌকিদারের হাজিরার দিনে হঠাৎ দেখিলেন—আগামী কাল মহকুমা অফিসে তালিকা পাঠাবার শেষ দিন। তখন জিভ কেটে এক এক গ্রামের চৌকিদারকে ডাকেন আর বলেন—তোর গ্রামের মোটামুটি লোকদের নাম বলতো—সে যার যার নাম বলে তাই লিখে নেন। এক চৌকিদার মোটামুটি লোকের নামের মধ্যে বলে ফেললো—শ্রীশ মণ্ডল, হরেকৃষ্ণ দাস, কুলদা বেওয়া শেষের নামটি স্ত্রীলোকের নাম শুনে দারোগা বলেন মেয়ে মানুষের নাম বল্‌লি কেন বেটা? চৌকিদার উত্তর দিল—হুজুর যে মোটামুটির নাম চান তাই মুটির নাম বলেছি। দারোগা বাবু এক গাল হেঁসে চৌকিদারের বাপান্ত করে মোটা লোকদের নাম রেখে মেয়ে মানুষের নাম বাদ দিলেন। এইভাবে দায়রা আদালতের অপরাধী কি নিরপরাধী নির্ণয়ের প্রধান সহায়, যাদের হাতে আসামীর জীবন মরণ নির্ভর করছে সে জুরী বাহাল করা হতো। সকলেই জানেন দোষী কি নির্দ্দোষী অর্থাৎ গিল্‌টি কি নট গিল্‌টি অনেকে গুল্‌টি নট গুল্‌টি বল্‌তো। কোন্ ধারায় অপরাধী বা কোন্ ধারায় নিরপরাধী স্থির করার জন্য পূর্ব্বে একজন উকীল বাবুকে জুরীদের মুখ্য ব্যক্তি বা ফোরম্যান নিযুক্ত করার নিয়ম ছিল। জুরীরা হাজির না হলে দণ্ড হয়। এই ভয়ে জুরীর পরোয়ানা পাওয়ার পর অনেকে নাম স্বাক্ষর করা শিখে যেতেন। আমাদের গ্রামের একজন মোটা স্বল্পাক্ষর ব্যক্তি জুরী ছিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি সব বিবরণ বল্লেন—ফোরম্যান উকীল বাবু আমাদের বল্‌লেন এরা অমুক আইনের অমুক ধারা মতে "গুল্‌টি" আমরা বুঝি ছাই। আমরা মাথা নেড়ে হুঁ, বলি—আমাদের "মাথা নাড়া আইনের হুঁ ধারা মতে" আসামীর দশ বৎসর সশ্রম জেল হলো। এই ভাবে হতো এমন কি এখনও এমন জুরী যান, যিনি মাথা নাড়া আইনের হুঁ ধারা মতেই নিজের মত ব্যক্ত করেন।

আইন তৈরী সভা

যে সভায় আইন তৈরী হয় সে সভায় মেম্বরগণও দেশের মোটামুটি লোকের ভোটাধিক্য অনুসারে বাহাল হন। ভোট যারা দেয় তারা মেম্বারীর উমেদারদের কে উপযুক্ত কে অনুপযুক্ত সে বিচারশক্তিহীন কাজেই তাঁরাও অন্যের দেখাদেখি ঐ **মাথা নাড়া আইনের হুঁ ধারা** অনুসারেই ভোট দিয়ে থাকেন। সেইজন্য মাঝে মাঝেই আইন বদলাতে হয়।

মেম্বাররা না বুঝে অন্যের জুলুমে পড়ে ভোট দিয়ে আইন তৈরী করলে বটে কিন্তু সে আইনে দেশের আপামর সাধারণের অসুবিধা বা সরকারের শাসনকার্য্যে এমন অসুবিধা হতে লাগলো যে সে আইনের দফা শেষ করে নূতন আইন করতে হলো। মানুষের শাসিত রাজ্যে তাই আইন বদলাইতেই হয়। মানুষের আইনে যখন লোক সুবিচার না পেয়ে নিরুপায় হয়, তখন সব বিচারকের বিচারক সব রাজার রাজা জগদীশ্বরের আইনের বিচারপ্রার্থী হয়। জনৈক আইন ব্যবসায়ী কবি সেই রাজার রাজা বিচারকের আইন ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধে যে গান লিখেছেন তাঁহার রচনা নীচে প্রকাশ করলাম। কবির নাম ৺ রজনীকান্ত সেন।

চির শৃঙ্খলা

চাঁদে চাঁদে ব'দ্‌লে যাবে, সে রাজার এমন আইন নয় ;
নাইক, তার মুসাবিদা পাণ্ডুলিপি ভাই রে,—
নাইক তার, বাগ্‌বিতণ্ডা সভাময়।
সেই, সুরু থেকে ব'চ্ছে বাতাস, চল্‌'ছে নদ নদী,
আবার, সাগর-জলে কি কল্লোল, আর ঢেউ নিরবধি ;
দেখ, বর্ষে মেঘে বারি-ধারা, ভাই রে,—
তাইতে ধরার বুকে শস্য হয়। (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে সূয্যি ঠাকুর, উদয় হন পূবে,
আবার সন্ধ্যাবেলা, রোজ যে'তে হয়, পশ্চিমে ডু'বে ;
দেখ, অমাবস্যায় চাঁদ ওঠে না, ভাই রে,—
তার, এক নিয়মে বৃদ্ধি ক্ষয়। (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে ক'চ্ছে ধরা, সূর্য্য-প্রদক্ষিণ,
আবার, মেরু-দণ্ডের উপর ঘু'রে ক'চ্ছে রাত্রিদিন,
তাইতে, বার মাস, আর ছটা ঋতু, ভাই রে,—
দেখ, ঘু'রে ফি'রে আসে যায়। (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে দিগ্‌দিগন্ত জু'ড়ে, আকাশ নীল!
ব'সে উত্তরে ঐ ধ্রুব-তারা, নড়ে না এক তিল ;
আবার, আকাশে ঢিল মা'ল্লে পরে, ভাই রে,—
এই, পৃথিবী বুক পেতে লয়! (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে আগুন গরম, সাগর-জল লোণা,
আবার, রূপো সাদা, লোহা কালো, হলুদরং সোণা ;
দেখ, আমের গাছে ধান ফলে না, ভাই রে,
আর কোকিল শুধু কুহু কয়। (সেই সুরু থেকে)
যা' ছিল না, হয় না তা' আর, যা' আছে তা'ই আছে ;
এই, পাঁচ ভেঙ্গে, দশ রকম হ'চ্ছে, মিশছে গিয়ে পাঁচে ;
এ সব ব্যাপার দে'খে দিন দুনিয়ার, ভাই রে,—
সেই, মালিক দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়। (সেই আইনকর্ত্তা)

ভোটারগণের জ্ঞাতব্য

১৯৬১ স'লের বিধান সভার সম্পূর্ণ নির্ব্বাচক তালিকার খসড়া আগামী ১-৮-৬১ তারিখে নিম্নে বর্ণিত স্থান সমূহে প্রকাশিত হইবে এবং জনসাধারণের দেখিবার জন্য ৩১-৮-৬১ তারিখ পর্য্যন্ত খোলা থাকিবে। জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকই হইলেন নির্ব্বাচনিক নিবন্ধন আধিকারিক। কাহারও কোন দাবি বা আপত্তি থাকিলে তাহা ৩১-৮-৬১ তারিখের মধ্যে নিম্নে বর্ণিত কেন্দ্রানুযায়ী অতিরিক্ত সহকারী নির্ব্বাচনিক নিবন্ধন আধিকারিক মহোদয়গণের নিকট উপস্থাপিত করিতে হইবে কিংবা যেন পূর্ব্বোক্ত তারিখের মধ্যেই মহকুমা শাসকের নিকট পৌছায় এইভাবে রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে জঙ্গিপুর মহকুমা শাসকের নিকট পাঠাইতে হইবে। ইহা ছাড়া, উক্ত নির্ব্বাচক তালিকার সংশ্লিষ্ট অংশ সমূহ বিষয়বস্তুর তালিকাসহ এবং ৫নং ফরমের নোটিশ, মহকুমার প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড, অঞ্চল পঞ্চায়েৎ ও মিউনিসিপ্যাল অফিস সমূহেও প্রকাশ করা হইবে। যাবতীয় দাবি বা আপত্তি যথোপযোগী ৬, ৭ অথবা ৮নং ফরমে করিতে হইবে। নির্ধারিত মূল্যের পরিবর্তে এই সমস্ত ফরম মহকুমা শাসকের অফিসে নাজিরের নিকট পাওয়া যাইবে। যদি ছাপান ফরম্ পাওয়া না যায় তবে সুবিধানুযায়ী হাতে লেখা, টাইপ করা অথবা অন্যভাবে ছাপান ফরমে হইলেও চলিবে।

কেন্দ্রের নাম		এলাকাসহ অতিরিক্ত সহকারী নির্ব্বাচনিক নিবন্ধন আধিকারিক মহোদয়গণের নাম	প্রকাশের স্থান
৩০ ফরাক্কা	(ক)	ফরাক্কা থানার সমস্ত ইউনিয়নের জন্য বি, ডি, ও, ফরাক্কা	ধুলিয়ান মিউনি'স প্যাল অফিস
	(খ)	সামসেরগঞ্জ থানার ১নং ও ৩নং ইউনিয়ন এবং ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যালিটির জন্য সামসেরগঞ্জের বি, ডি, ও,	ঐ
৩১ সুতি	(ক)	সামসেরগঞ্জ থানার ২নং ও ৪নং ইউনিয়নের জন্য সামসেরগঞ্জের বি, ডি, ও,	সুতি থানা অফিস
	(খ)	সুতি থানার ২, ৩, ৭ ও ৮নং ইউনিয়নের জন্য—সুতি (১) এর বি, ডি, ও,	ঐ
	(গ)	সুতি থানার ১, ৪, ৫ ও ৬নং ইউনিয়নের জন্য—সুতি (২) এর বি, ডি, ও,	ঐ
৩২ জঙ্গিপুর	(ক)	রঘুনাথগঞ্জ থানার ১নং ২নং ও ৩নং ইউনিয়ন বাদে অবশিষ্ট এলাকার জন্য জঙ্গিপুর (সাউথ) এর সার্কেল অফিসার	মহকুমা অফিস জঙ্গিপুর
৩২ এ সাগরদীঘি	(ক)	রঘুনাথগঞ্জ থানার ১, ২ ও ৩নং ইউনিয়নের জন্য জঙ্গিপুর (সাউথ) এর সার্কেল অফিসার	সাগরদীঘির বি, ডি, ও, অফিস
	(খ)	সাগরদীঘি থানার সমস্ত অঞ্চলের জন্য সাগরদীঘির বি, ডি, ও,	ঐ

—জঙ্গিপুর মহকুমা প্রচার অফিস হইতে প্রচারিত।

পর্যটক ও নাবিকদের স্বর্গ হামবুর্গ বন্দর

পশ্চিম জার্মানীর হামবুর্গ বন্দর ব্যবসা বাণিজ্যের একটি বিরাট প্রাণ কেন্দ্র। যাতায়াতী জাহাজের সংখ্যার বিচারে এর পৃথিবী জোড়া খ্যাতি। প্রতি মাসে ১৬০০ জাহাজ হামবুর্গ বন্দরে আসে এবং এখান থেকে ২০০ যাত্রীবাহী জাহাজ পৃথিবীর ১০০০ এর উপর বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের পর হামবুর্গকে অবাধ বাণিজ্য বন্দর হিসাবে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে বন্দরটির সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিদেশী-মালপত্র এখান থেকে রপ্তানির জন্য কোন শুল্ক কিংবা কর লাগে না। কম করে ৮০০টি প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর এখানে অবস্থিত। বন্দর ও ডক অঞ্চল সর্বদাই কর্ম-মুখর। চারিদিকে খালি জাহাজঘাটা, ক্রেন, শস্য উত্তোলক যন্ত্র, দ্রুতগামী মোটর লঞ্চ, গাধাবোট ও খেয়া নৌকার ভীড় চারিদিকে গুদামঘর, মাল রাখার ছাউনি, বরফঘর, মালপত্রের ছড়াছড়ি, জাহাজ নির্মাণের প্রাঙ্গণ, রেলের লাইন ও নানা মাপের ও ধরণের জাহাজ ও পতাকার দৃশ্য।

মুটেমজুর, দক্ষকর্ম্মী, জাহাজের মালসরবরাহক, ডকশ্রমিক নিয়ে ৮০,০০০ লোক এখানে জীবিকানির্ব্বাহ করে। বন্দরে সময়ের দাম অতি মূল্যবান। মাল নামাতে ও ওঠাতে ৮ হাজার টনের একটি জাহাজকে তিন দিনের জন্য কম করে দশ হাজার ডলার দিতে হয়। তবুও নাকি হামবুর্গ বন্দরের ভাড়ার হার সস্তা। হামবুর্গ বন্দর থেকে রেলে, সমুদ্রপথে, রাস্তায় ও নদীপথে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদেশীমাল চালান যায়। সারা দিনরাত এখানে কাজ চলে। বন্দরটির মধ্যে বহু জাহাজ নির্মাণের প্রাঙ্গণ আছে। এই রকম একটি প্রাঙ্গণে এক লক্ষ টনের জাহাজ পর্য্যন্ত নির্মাণ করা যায়। বর্তমানে ৭৭০০০ টনের একটি জাহাজের খোল বসানো হয়েছে। জাহাজটি জলে ভাসানোর সময় হামবুর্গ বন্দরের ৮০,০০০ শ্রমিকের আনন্দোৎসবে সমগ্র বন্দর ও শহর মেতে উঠবে। হামবুর্গ বন্দরকে বলা হয় জার্মানীতে বিশ্বের প্রবেশ পথ।

পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন কর্ম্মচারী ইউনিয়ন

গত ২৮শে জুলাই ২২৬নং মহাত্মা গান্ধী রোডে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সুইট মিট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের ১৭শ বার্ষিক সম্মেলন বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে শ্রীযুক্ত হরিপদ চাটার্জি সভাপতিত্ব করেন। পশ্চিম বঙ্গের মিষ্টান্ন কর্ম্মচারীদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের বিষয় আলোচনা হয়। সভায় বক্তৃতা করেন—শ্রীপঞ্চানন যশ, হৃষিকেশ নাগ, ডাঃ বিভাসচন্দ্র রায়, শিবেন মোদক প্রভৃতি। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে এই মিষ্টান্ন শিল্পে কর্ম্মচারীদের নিম্নতম বেতন, দুর্ম্মূল্য ভাতা, প্রভৃতির জন্য অবিলম্বে মিনিমাম ওয়েজ এক্টের সিডিউলের অন্তর্ভূক্ত করা এবং অবিলম্বে এই শিল্পে একটি অবিনীবাস ট্রাইবুনাল নিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম মন্ত্রীর নিকট দাবী জানান হয়। কর্ম্মচারীদের ভবিষ্যতের জন্য প্রফিডেণ্ড ফাণ্ডের দাবী করা হয়। কোষাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক আয় ব্যয়ের হিসাব দাখিল ও গৃহীত হয়। বর্ত্তমানে ইউনিয়নের কার্য্যালয় ৭৫বি একডালিয়া রোডে স্থাপিত হইল। নিম্নলিখিত সদস্যগণকে লইয়া বর্ত্তমান বর্ষের কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয়—ডাঃ বিভাসচন্দ্র রায় সভাপতি, হরিপদ চাটার্জি, সুধাংশুভূষণ ভট্টাচার্য্য ও রামাশঙ্কর প্রসাদ এম, এল, এ সহ-সভাপতি. হৃষিকেশ নাগ সাধারণ সম্পাদক, শক্তিপদ দাস সহ-সম্পাদক, শিবেন্দ্রচন্দ্র মোদক কোষাধ্যক্ষ, পঞ্চানন যশ, দিবাকর লাহা, সঞ্জয়কুমার ঘোষ, কানাইলাল সেন, মৃত্যুঞ্জয় দাস, ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ রায়, বলাইচন্দ্র ঘোষ, যুধিষ্ঠির জানা, গোপালচন্দ্র ঘোষ, নীলমণি হাজ, পাঁচুগোপাল মাটী, প্রসাদচন্দ্র ঘোষ, বনমালী ঘোষ, বলাইচন্দ্র মান্না—সদস্য।

জাতীয় সঙ্গীতের অমর্য্যাদা

গত ২৩শে জুলাই সূর্য্য সিনেমা হলে বাপুজী রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতির সম্মেলনে ও সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠানে সারগাছির নিকটবর্ত্তী অঞ্চল হইতে আগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০।১২ জন ব্যক্তি প্রকাশ্যেই ভারত রাষ্ট্রবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করায় অনেকেই বিস্মিত হন।

প্রকাশ, উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে 'জনগণমন' জাতীয় সঙ্গীতটি যখন গীত হইতেছিল তখন অনুষ্ঠানে সমবেত সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কিন্তু সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিলেন যে উক্ত ব্যক্তিগণ পরম আরামে চেয়ারে উপবিষ্ট আছেন। জনৈক সাংবাদিক তাঁহাদিগকে জাতীয় সঙ্গীতের সময় দণ্ডায়মান না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা জানাইলেন যে কোরাণে নির্দ্দেশ আছে ইসলাম ধর্ম্ম সঙ্গীত ও খোদাতালা ছাড়া কাহাকেও কোন মুসলমান দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিবে না। তাঁহারা আরও জানাইলেন যে ভারতের জাতীয় সঙ্গীত গীত হইবার সময় দণ্ডায়মান থাকিবার সার্থকতা কি আছে তাহা তাঁহারা জানেন না। প্রকাশ উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অধিকাংশই সারগাছির নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে শিক্ষকতা করেন এবং ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তাহার সার্টিফিকেট গ্রহণ করিবার জন্য উক্ত সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসিয়াছিলেন।

—মুর্শিদাবাদ পত্রিকা

১৯৬১-৬২ সালে আবাসিক বিদ্যালয়ে ভারত সরকারের মেধা-বৃত্তি

ভারত সরকারের এক পরিকল্পনা অনুসারে, যে সকল বালকবালিকার বয়স ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী ৯ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে অথচ ১২ বৎসর পূর্ণ হয় নাই তাহাদের কয়েকটি মেধা বৃত্তি প্রদান করা হইবে। সরকার কর্ত্তৃক মেধার ভিত্তিতে উহাদের নির্বাচন করা হইবে। রাইটার্স বিল্ডিংস (কলিকাতা—১) স্থিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা অধিকর্তার নিকট লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ ও দরখাস্তের ফরম পাওয়া যাইবে। দরখাস্তের ফরমের জন্য আবেদনকালে নিজ ঠিকানা সম্বলিত একখানি খাম পাঠাইতে হইবে এবং উহার উপরে "ভারত সরকারের মেধা বৃত্তি" এই কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে। ১৯৬১ সালের ১০ই আগষ্টের মধ্যে উপরোক্ত আধিকারিকের নিকট দরখাস্ত প্রেরণ করিতে হইবে। (প্রেসনোট)

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই আগষ্ট ১৯৬১

১৯৬০ সালের ডিক্রীজারী

৪২ মনি ডিঃ মোঃ এজাহার আলি বিশ্বাস দেং নকুলচন্দ্র মণ্ডল দিং দাবি ১০৬ টাকা ৫৬ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে উমরাপুর ৩-৭ শতকের কাত ৮৸৴০ আঃ ৯২৫৲ খঃ ১০ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

৭৮ মনি ডিঃ সুধীরকুমার রায় চৌধুরী দেং লক্ষ্মীনারায়ণ মিস্ত্রী দাবি ১৩৫ টাকা ৩ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে জগতাই ১৬ শতকের কাত ৫৮৬ তন্মধ্যে দেন্দারের এক তৃতীয়াংশের হারাহারি মতে ১৵১১ আঃ ২৫৲ খং ১০৭

১৯৬১ সালের ডিক্রীজারী

১ খাং ডিঃ অমূল্যচন্দ্র নিয়োগী দিং দেং অমর হালদার দাবি ১৬ টাকা ৬৭ নঃ পঃ থানা সুতি মৌজে হাপানিয়া ৯ শতকের কাত ১৮৶৬ আঃ ৩০৲ খং ১৩ কোর্ফা স্বত্ব

২ খাং ডিঃ ঐ দেং মঙ্গলচন্দ্র হালদার দাবি ১৬ টাকা ৬৭ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৯শতকের কাত ১৮৶৬ আঃ ৩০৲ খং ১৩ ঐ স্বত্ব

৩ খাং ডিঃ ঐ দেং যোগেন্দ্রনাথ হালদার দাবি ১৬ টাকা ৬৭ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৯ শতকের কাত ১৮৶৬ আঃ ৩০৲ খং ১৩ ঐ স্বত্ব

৫ খাং ডিঃ ঐ দেং সুধন্বা হালদার দাবি ১৬ টাঃ ৬৭ নঃ পঃ মৌজাদি ঐ ৯ শতকের কাত ১৮৶৬ আঃ ৩০৲ খং ১৩ ঐ স্বত্ব

শক্তি মন্দিরে অর্থ সাহায্য

গোরাবাজারের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীইন্দুনারায়ণ মণ্ডল মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয় পিতামাতার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে শক্তি মন্দির ক্লাবের নূতন গৃহ নির্ম্মাণকল্পে জমি ক্রয়ের নিমিত্ত এবং তৎসংলগ্ন চিলড্রেনস্ পার্কের শিশুদের তৃষ্ণা নিবারণার্থে একটী টিউবওয়েল নির্ম্মাণের জন্য মোট ১১৫১৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আরও প্রকাশ যে গোরা-বাজারের প্রখ্যাত কন্ট্রাকটার শ্রীঅমূল্যরতন গুহ মহাশয় শক্তি মন্দির পরিচালিত চিলড্রেনস্ পার্কে একটী প্যাভেলিয়ন নির্ম্মাণের জন্য ১০০১৲ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন এবং সর্ব্বশ্রী প্রণবকুমার সেন, বিজয়কুমার গুপ্ত ও সত্যেন্দ্র-নারায়ণ দাস প্রত্যেকে ৫১৲ টাকা করিয়া শক্তি মন্দির পরিচালিত কিশোর পাঠাগারের পুস্তক ক্রয়ের নিমিত্ত দান করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাঁহাদের এই মহান দানের জন্য শক্তি মন্দির তাঁহাদগকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা রঘুনাথগঞ্জ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ভোটদাতাগণকে জানান যাইতেছে যে, আগামী ৩. ৯. ৬১ তারিখে সকাল ৭টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত উক্ত বিদ্যালয়ের কার্য্যকরী সমিতির পুনর্গঠনের জন্য নির্ব্বাচন হইবে।

ভুল সংশোধনের জন্য ভোটারদের তালিকা আগামী ১৪. ৮. ৬১ তারিখ পর্য্যন্ত বিদ্যালয় অফিসের দেওয়ালে টাঙ্গান থাকিবে। স্কুল খোলা সময়ে যে কোনদিন সকাল ৬-৩০টা হইতে ১০টার মধ্যে তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ইহা দেখিয়া যাইতে পারেন।

২৩. ৮. ৬১ তারিখের সকাল ১০টার মধ্যে নির্ব্বাচনেচ্ছু ভোটাররা মনোনয়নপত্র দাখিল করিতে পারেন।

২৭. ৮. ৬১ তারিখে ৪-৩০ মিনিটের সময় মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হইবে। ইতি ১. ৮. ৬১

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নামানুসারে

স্কলারশিপ

—০—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে (২রা আগষ্ট ১৯৬১) সাধনা ঔষধালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ আচার্য্যের নামে একটি স্কলারশিপ প্রদানের জন্ত ৭৫০০৲ সাত হাজার পাঁচশত টাকা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সাধনা ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্যের অন্যতম ছাত্র অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষের পুত্র ডাক্তার নরেশচন্দ্র ঘোষ ঐ অর্থ প্রদান করিবেন। উক্ত স্কলারশিপের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণ মাসিক ২৫৲ পঁচিশ টাকা। প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়ন শাস্ত্রসহ অধ্যয়নরত জনৈক দরিদ্র মেধাবী ছাত্রকে ঐ বৃত্তি দেওয়া হইবে।

ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ ইতিমধ্যেই ৪০০০৲ টাকা দিয়াছেন এবং বাকি ৩৫০০৲ টাকা ১৯৬২ সালে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে আরও বেশী অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতিও তিনি দিয়াছেন।

আলিপুর জজ আদালতে শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির বিচারকক্ষে প্রস্তর ফলক স্থাপনকালে ইনি তাঁহার বদান্যতার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া সাধারণকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

ছাত্রের কৃতিত্ব

এই বৎসর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় এই জেলার ঝাউবোনা হাই স্কুলের ছাত্র শ্রীবুদ্ধদেব বিশ্বাস মোট ৫৯২ নম্বর পাইয়া মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীমান্ বুদ্ধদেব ঝাউবোনা গ্রামের শ্রীহরিদয়াল বিশ্বাস কাব্য ব্যাকরণ তীর্থের কনিষ্ঠ পুত্র।

রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের ছাত্র শ্রীপরমেশ বণিক মোট ৫৯১ নম্বর পাইয়া জেলায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীমান্ পরমেশ জঙ্গিপুর কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল শ্রীপ্রিয়রঞ্জন বণিক মহাশয়ের পুত্র।

ধান্যে পোকা

জঙ্গিপুর মহকুমার সর্ব্বত্র রাঢ় ও বাগড়ী অঞ্চলে ধান গাছে পোকা লাগিয়া উক্ত ফসল নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। কৃষি বিভাগ হইতে গ্যামাকসিন দিবার নির্দ্দেশ দেওয়ায় লোকে দলে দলে আসিয়া উহা ক্রয় করিয়া জমিতে ছড়াইতেছে। উহার ফলে পোকা অস্থায়ীভাবে কমিয়া গিয়া পুনরায় আক্রমণ করিতেছে। ভাদুই ধান কিছুই হইবে না। রাঢ় অঞ্চলের ধানের অবস্থাও সুবিধা নয়। চাষী ও গৃহস্থগণের মধ্যে হা-হুতাশ পড়িয়া গিয়াছে। এ অঞ্চলের ধান্যই প্রধান ফসল।

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় জেলার যে ছাত্রছাত্রী-বৃন্দ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন :—

কেন্দ্র	রোল নম্বর		মোট নম্বর
বেলডাঙ্গা	৬৬	—	৫৯২
জঙ্গীপুর	২৮	—	৫৯১
বেলডাঙ্গা	৭৫	—	৫৫৯
বহরমপুর	৬২	—	৫৫৩
জঙ্গীপুর	৩০	—	৫৪৭
জিয়াগঞ্জ	৬৬	—	৫৩০
বহরমপুর	৬১	—	৫২০
বহরমপুর	২৪২	—	৫১৭
বহরমপুর	৮১	—	৫১৫
বহরমপুর	৯ এফ	—	৫১২
বেলডাঙ্গা	১০২	—	৫১০
কান্দী	২৩ এফ	—	৫০৫
বহরমপুর	৯২	—	৪৯৯
জিয়াগঞ্জ	৬৮	—	৪৯৩
কান্দী	৩১	—	৪৯৩
জঙ্গীপুর	২৯	—	৪৮৯
বেলডাঙ্গা	৭৭	—	৪৮৮
কান্দী	১৪৬	—	৪৮৭
বহরমপুর	৬৩	—	৪৮৪
জিয়াগঞ্জ	১	—	৪৮২

সাধারণ নির্ব্বাচন স্থগিত

আগামী ১৯৬২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটীর সাধারণ নির্ব্বাচন হইবে বলিয়া ইতিপূর্ব্বে ঘোষণা করা হইয়াছিল। উহা মুর্শিদাবাদ জেলার অতিরিক্ত সমাহর্তার নির্দ্দেশ-ক্রমে বাতিল করা হইয়াছে। নির্ব্বাচন পুনরাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থগিত রহিল।

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত

মোঃ নং ১৫৭।৬১ অন্য

বাদী—সামসুদ্দিন সেখ

বিবাদী—পঃ বঃ সরকার দিং

Synopsis of the plaint

থানা সাগরদীঘির অধীন চণ্ডীগ্রাম নিবাসী সামসুদ্দিন সেখ উক্ত থানার অধীন মৌজা চণ্ডীগ্রাম রঘুনাথপুর মধ্যে ৩৩নং খতিয়ান ভুক্ত ৬০৬নং দাগের ১৭০ শতক মধ্যে উত্তরার্দ্ধের ৮৫ শতক ভূমিতে স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় পশ্চিম বঙ্গ সরকার ও মুসলমান সাধারণের পক্ষে মমিরুদ্দিন আহম্মদ, ইমরান হোসেন ও নুর মহম্মদ সেখের বিরুদ্ধে দেওয়ানী কাঃ বিঃ আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে উপরোক্ত নং অন্য প্রকার এক মোকর্দ্দমা করিয়াছেন। নালিশী সম্পত্তি হাল সেটেলমেণ্টে ভুলক্রমে জমিদারের নামে "মুসলমান সাধারণের ব্যবহার্য্য" উল্লেখে ২৩নং কলমে মন্তব্য লিপিবদ্ধ হয়। উক্ত মন্তব্য ও রেকর্ড ভ্রমাত্মক হওয়া সাব্যস্তে ও নালিশী সম্পত্তি হইতে বিবাদীপক্ষ যাহাতে বাদীকে বেদখল করিতে না পারেন তজ্জন্যই বাদীর এই নালিশ। এই মোকর্দ্দমায় মুসলমান সাধারণের পক্ষে যে কোন ব্যক্তি বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া জবাব দাখিল করিতে পারেন। দেঃ কাঃ বিঃ আইনের অর্ডার ১ রুল ৮ মতে এই নোটীশ দেওয়া হইল।

By Order of the Court
H. K. Roy,
Sheristadar 2nd. Munsif's Court.
Jangipur, 2. 8. 61

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর।

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ তৈল

(সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২)

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত আদর্শ দাঁতের মাজন সাধনা দশন এবং অন্যান্য ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেন্ট—**শ্রীননীগোপাল সেন,** কবিরাজ
আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী।
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্ট ইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৫১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটি, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে [illegible]

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে [illegible]

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা ও মাশুলাদি ১·১৯ এক টাকা উনিশ নয়া পয়সা।

সোল এজেন্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয়। আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট "আইওলিন" চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।